বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
Bangladesh Water Development Board

প্রধান প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা-এর দপ্তর
পানি ভবন (লেভেল-৫)
৭২ গ্রীন রোড (পান্থপথ), ঢাকা-১২০৫।
মোবাইল: ৮৮-০২-২২২২-৩০২০০
web: www.bwdb.gov.bd

Office of the Chief Engineer (Civil), Planning
Pani Bhaban (Level-5)
72 Green Road (Panthapath), Dhaka-1205
Phone: 88-02-2222-30200
e-mail: cplanwdb@yahoo.com

গণবিজ্ঞপ্তি

ঢাকা মহানগরের পশ্চিমাঞ্চলের ১৩৬ বর্গ কি.মি. এলাকা বন্যামুক্ত ও জলাবদ্ধতা নিরসনের উদ্দেশ্যে গোড়ানচটবাড়ি পন্ডিং এরিয়ার জন্য ৬৪৩.৭১ একর জমি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয়। গোড়ানচটবাড়ি পন্ডিং এরিয়ার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত না করে ঢাকা মহানগরের জলাধার হিসেবে সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রকৃতির উন্নয়ন এবং ঢাকাবাসীর জন্য সুস্থ প্রকৃতিকেন্দ্রিক অবকাশের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড গোড়ানচটবাড়ি পন্ডিং এরিয়ার সৌন্দর্যবর্ধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গোড়ানচটবাড়ি পন্ডিং এরিয়ার সৌন্দর্যবর্ধনের উদ্যোগ সফল করতে প্রকৃতিকেন্দ্রিক বিনোদন কর্মকান্ডের বিষয়ে ব্যক্তি/সংস্থার কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব/লে-আউট (3Dসহ) ও মতামত আগামী ১৫ মে, ২০২৫ খ্রি. তারিখের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় প্রেরণের অনুরোধ করা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, গোড়ানচটবাড়ি পন্ডিং এরিয়া সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ওয়েব সাইটে (www.bwdb.gov.bd) পাওয়া যাবে।

২৪/৪/২০২৫

ড. শ্যামল চন্দ্র দাস
অতি. প্রধান প্রকৌশলী (পুর)
পরিকল্পনা এর দপ্তর
লেভেল-৫, পানি ভবন,
বাপাউবো, ঢাকা।

ঢাকা মহানগরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সুষ্ঠু পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বজায় রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় গোড়ানচটবাড়ি পন্ডিং এরিয়া ও গোড়ানচটবাড়ি পাম্প হাউজের তথ্যাদি।

১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যা পরবর্তী সময়ে সমীক্ষার আলোকে ঢাকা মহানগরের প্রায় ১৩৬ বর্গকিলোমিটার এলাকা বন্যামুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ''ঢাকা সমন্বিত বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্প (DIFPP)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় আব্দুল্লাহপুর রেলগেট হতে মিরপুর, গাবতলী, মোহাম্মদপুর, হাজারীবাগ থানা হয়ে লালবাগকেল্লার মোড় পর্যন্ত ৩০.২০ কি.মি. বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধসহ ৫৩ টি পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। নিষ্কাশন অবকাঠামোসমূহের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে ঢাকা মহানগরের অভ্যন্তরের পানি প্রাকৃতিকভাবে নিষ্কাশিত হয়। কিন্তু অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে নদীর পানির উচ্চতা বাঁধের ভিতরের পানির চেয়ে বেশি হওয়ায় প্রাকৃতিকভাবে পানি নিষ্কাশনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এর ফলে বাঁধের অভ্যন্তরের ঢাকা মহানগরের বৃহত্তর মিরপুর, পল্লবী, রূপনগর, কালশী, মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট, মিরপুর ডিওএইচএস, ইষ্টার্ণ হাউজিং, বৃহত্তর উত্তরা, এয়ারপোর্ট, বাউনিয়া এলাকার বাসাবাড়ির পানি ও বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য Lifting Pump এর মাধ্যমে তুরাগ নদীতে ফেলার প্রয়োজন হয়। সেপ্রেক্ষিতে ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান (FAP-8B) এর সমীক্ষা প্রতিবেদনে মোট ৬৫.২০ কিউমেক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্পের জন্য মোট ৬৭৬ একর রিটেনশন পন্ড (Retention Pond) এরিয়া সুপারিশ করা হয়।

ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান (FAP-8B) এর সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৯৯-২০০০ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় রিটেনশন পন্ডের (Retention Pond) উদ্দেশ্যে গোড়ানচটবাড়ি পন্ডিং এরিয়ার জন্য মোট ৯ টি এল. এ কেসের মাধ্যমে ৬৪৩.৭১ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। তন্মাধ্যে রিটেনশন পন্ড (Retention Pond) বা পন্ডিং এরিয়ার জন্য ৬১৫.৮১ একর, পাম্প হাউজ ও বৈদ্যুতিক সাব স্টেশনের জন্য ২৩.৬৮ একর জমি এবং পন্ডিং এরিয়া সংলগ্ন স্লুইচগেটের জন্য ৪.২২ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গোড়ানচটবাড়ি পন্ডিং এরিয়ার মিরপুর থানাধীন দ্বিগুন মৌজায় জমি হতে সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে (পিপিপি) প্রকল্পের অনুকূলে ৪০.০০ একর জমি হস্তান্তর করা হয়।

ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান (FAP-8B) এর সমীক্ষা প্রতিবেদনে মোট ৬৫.২০ কিউমেক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০৩ টি পাম্প হাউজ নির্মাণের তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

পাম্প হাউজ- ১ম পর্যায়ঃ

- প্রতিটি ৭.৩৩ কিউমেক ক্ষমতা সম্পন্ন ৩ টি পাম্প ইউনিটের মাধ্যমে মোট ২২ কিউমেক ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প হাউজ নির্মাণ করা হয়।
- নির্মাণ সময়ঃ ১৯৯৬-১৯৯৮ সাল
- নির্মাণ ব্যয়ঃ ৩০.২১ কোটি টাকা
- পাম্পের ধরণঃ Vertical Turbine Pump, Brand-KSB

পাম্প হাউজ- ২য় পর্যায়ঃ

- প্রতিটি ৭.৩৩ কিউমেক ক্ষমতা সম্পন্ন ৩ টি পাম্প ইউনিটের মাধ্যমে মোট ২২ কিউমেক ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প হাউজ নির্মাণ করা হয়।
- নির্মাণ সময়ঃ ২০১২-২০১৫ সাল
- নির্মাণ ব্যয়ঃ ৯৯.৬৯ কোটি টাকা
- পাম্পের ধরণঃ Vertical Turbine Pump, Brand-KSB

পাম্প হাউজ- ৩য় পর্যায়ঃ

- প্রতিটি ৭.৩৩ কিউমেক ক্ষমতা সম্পন্ন ৩ টি পাম্প ইউনিটের মাধ্যমে মোট ২২ কিউমেক ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প হাউজ নির্মাণ করা হয়।
- নির্মাণ সময়ঃ ২০১৬-২০১৯ সাল
- নির্মাণ ব্যয়ঃ ১১০.৮৩ কোটি টাকা
- পাম্পের ধরণঃ Vertical Turbine Pump, Brand-KSB

পাম্প হাউজের সুফলঃ

বন্যা ও অতিবৃষ্টির সময় তুরাগ নদীর পানি সমতল সর্বোচ্চ ৮.৩৫ মিটার (Recorded highest water level) পর্যন্ত যেতে পারে [তুরাগ নদীর পানির বিপদসীমা (Danger level) ৫.৯৫ মিটার পিডব্লিউডি]। ঢাকা মহানগরকে বন্যামুক্ত রাখার লক্ষ্যে পাম্পিং করার মাধ্যমে পন্ডিং এরিয়ার পানি সমতল ৩.৫০ মিটার রাখা হয়। ফলে ঢাকা মহানগরের ভেতর ও বাহিরের পানি সমতলের সর্বোচ্চ পার্থক্য ৪.৮৫ মিটার (প্রায় ১৬.০০ ফিট)। পাম্প হাউজ নির্মাণ না করা হলে ঢাকা মহানগরের বৃহত্তর মিরপুর, পল্লবী, রূপনগর, কালশী, মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট, মিরপুর ডিওএইচএস, ইষ্টার্ণ হাউজিং, বৃহত্তর উত্তরা, এয়ারপোর্ট, বাউনিয়া এলাকা বন্যা কবলিত হতো। শুধুমাত্র পাম্প হাউজের মাধ্যমেই এই বিশাল এলাকা বন্যামুক্ত এবং জলাবদ্ধতামুক্ত রাখা সম্ভব হচ্ছে।

পন্ডিং এরিয়ার সমস্যাবলীঃ

ক) আশেপাশের এলাকা থেকে দূষিত পানি পন্ডিং এরিয়ায় নির্গত হচ্ছে। ফলে পানি মারাত্মকভাবে দূষিত হয়। এই পানি পাম্প করার ফলে তুরাগ নদীর পানি দূষিত হচ্ছে।

খ) পন্ডিং এরিয়ার সাথে সংযুক্ত ঢাকা মহানগরের অভ্যন্তরীন খালগুলো ভরাট, দখল, ময়লা-আবর্জনা ফেলার কারণে মহানগরের অভ্যন্তরের পানি সময়মতো পন্ডিং এরিয়ায় আসতে পারে না। ফলে অতিবৃষ্টি হলে স্থানীয়ভাবে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।

গ) পন্ডিং এরিয়া ভরাট হয়ে গভীরতা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে।

ঘ) পন্ডিং এরিয়ার জমির কিছু অংশ স্বার্থান্বেষী মহল দখলের চেষ্টা করছে।

চলমান কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ঢাকা জেলার রূপনগর থানাধীন গোড়ানচটবাড়ি পন্ডিং এরিয়ায় ‘‘ঢাকা জেলার গোড়ানচটবাড়ি রিটেনশন পন্ডের সমন্বিত উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Institute of Water Modelling (IWM) এবং Centre for Environmental and Geographic Information (CEGIS) কর্তৃক Technical Study এবং ESIA Study বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সমীক্ষা প্রকল্পটির সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে কারিগরি, সামাজিক ও পরিবেশগত দিকসমূহ বিবেচনায় গোড়ানচটবাড়ি রিটেনশন পন্ড এলাকার সমন্বিত উন্নয়নের সম্ভাব্যতা যাচাই। সমীক্ষাটির আওতায় প্রকল্প এলাকার বন্যা ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ, পানির গুণগতমান বৃদ্ধিকরণে সম্ভাব্য অপশনসমূহ চিহ্নিত করা হবে। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

- ঢাকা নগরীর পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও উত্তরা এলাকার জলাবদ্ধতার কারণ পর্যালোচনা;
- রিটেনশন পন্ডটির ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিতে পুনঃখননের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ;
- সমীক্ষা এলাকার পানির গুণগতমান বৃদ্ধিতে বায়োলজিক্যাল উপায় চিহ্নিতকরণ;
- গোড়ানচটবাড়ি রিটেনশন পন্ড এলাকার উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রস্তাবিত অবকাঠামো সমূহের সম্ভাব্যতা যাচাই;
- প্রস্তাবিত সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার সামগ্রিক পরিবেশগত ও সামজিক প্রভাব বিশ্লেষণ এবং প্রকল্প এলাকায় ইকো-ট্যুরিজমের পরিকল্পনা প্রণয়ন।